চাকুরির প্রস্তুতি
f□ষয়ঃ □াংলা □্যকরণ
অধ্যায়ঃ ধ্বনি

ধ্বনি : কোন ভাষার উচ্চারণের ক্ষুদ্রতম এককই হলো ধ্বনি। ভাষাকে □া ভাষার □াক প্র□াহকে f□শ্লেষণ করলে কতগুলো ক্ষুদ্রতম একক □া মৌলিক ধ্বনি □াওয়া যায়। যেমন- অ, আ, ক্, খ্, ইত্যাদি।

ধ্বনি মূলত ২ প্রকার- স্বরধ্বনি ও □্যঞ্জনধ্বনি।

স্বরধ্বনি : ধ্বনি উচ্চারণের সময় মানুষ ফুসফুস থেকে কিছু □াতাস ছেড়ে দেয়। এ□ং সেই □াতাস ফুসফুস কণ্ঠনালী দিয়ে এসে মু□ দিয়ে ে□র হওয়ার □থে f□ভিন্ন জায়গায় ধাক্কা ে□য়ে □া □াঁক ে□য়ে একেক ধ্বনি উচ্চারণ করে। যে ধ্বনিগুলো উচ্চারণের সময় এই □াতাস কোথাও □াধা □ায় না, □া ধাক্কা □ায় না, তাদেরকে স্বরধ্বনি □লে। যেমন, অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ইত্যাদি। এগুলো উচ্চারণের সময় □াতাস ফুসফুস থেকে মু□ের □াহিরে আসতে কোথাও ধাক্কা □ায় না।

□্যঞ্জনধ্বনি : যে স□ ধ্বনি উচ্চারণের সময় ফুসফুস থেকে □াতাস মু□ের □াহিরে আসার □থে কোথাও না কোথাও ধাক্কা □ায়, □া □াধা □ায়, তাকে □্যঞ্জনধ্বনি □লে। যেমন- ক্, খ্, গ্, ঘ্, ইত্যাদি। এই ধ্বনিগুলো উচ্চাসরণের সময় □াতাস জিহ□ামূল □া কণ্ঠ্যে ধাক্কা □ায়। তাই এগুলো □্যঞ্জনধ্বনি।

□র্ণ : f□ভিন্ন ধ্বনিকে লে□ার সময় □া নির্দেশ করার সময় যে চিহ্ন □্য□হার করা হয়, তাকে □র্ণ □লে।

স্বর□র্ণ : স্বরধ্বনি নির্দেশ করার জন্য □্য□হৃত □র্ণকে স্বর□র্ণ □লে।

□্যঞ্জন□র্ণ : □্যঞ্জনধ্বনি নির্দেশ করার জন্য □্য□হৃত □র্ণকে □্যঞ্জন□র্ণ □লে।

হসন্ত □া হলন্ত ধ্বনি : আমরা য□ন □্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণ করি, ত□ন তার শেষে একটি স্বরধ্বনি ‘অ’-ও উচ্চারণ করি। যেমন, ‘ক্’ কে উচ্চারণ করি (ক্ + অ =) ‘ক’। উচ্চারণের সু□িধার জন্য আমরা এই কাজ করি। কিন্তু স্বরধ্বনি ছাড়া ‘ক্’ উচ্চারণ করলে সেটা প্রকাশ করার জন্য ‘ক’-এর নিচে যে চিহ্ন (&)দেয়া হয়, তাকে □লে হস্ / হল চিহ্ন। আর যে ধ্বনির □রে এই চিহ্ন থাকে, তাকে □লে হসন্ত □া হলন্ত ধ্বনি। কোন □র্ণের নিচে এই চিহ্ন দেয়া হলে তাকে □লে হসন্ত □া হলন্ত □র্ণ।

□াংলা □র্ণমালা : □াংলা □র্ণমালায় □র্ণ আছে মোট ৫০টি। নিচে □র্ণমালা অন্যান্য তথ্য সহকারে দেয়া হলো-

এই দুটি স্বরধ্বনিকে দ্বিস্বর □া যুগ্ম স্বরধ্বনি □লে। কারণ, এই দুটি মূলত ২টি স্বরধ্বনির মিশ্রণ। যেমন- অ+ই = ঐ, অ+উ = ঔ □া ও+উ = ঔ। অর্থাৎ, □াংলা ভাষায় মৌলিক স্বরধ্বনি মূলত ৯টি।

□র্ণের সংক্ষিপ্ত রু□ ; কার ও ফলা : প্রতিটি স্বর□র্ণ ও কিছু কিছু □্যঞ্জন□র্ণ দুটো রু□ে □্য□হৃত হয়। প্রথমত, স্বাধীনভা□ে শব্দের মাঝে □্য□হৃত হয়। আ□ার অনেক সময় অন্য কোন □র্ণে যুক্ত হয়ে সংক্ষিপ্ত রু□ে □া আশ্রিত রু□েও □্য□হৃত হয়। যেমন, ‘আ’ □র্ণটি ‘আমার’ শব্দের স্বাধীনভা□ে □্য□হৃত হয়েছে, আ□ার ‘ম’-র সঙ্গে আশ্রিত হয়ে সংক্ষিপ্ত রু□েও (া) □্য□হৃত হয়েছে।

চাকুরির প্রস্তুতি
বিষয়ঃ বাংলা ব্যাকরণ
অধ্যায়ঃ ধ্বনি

স্বরবর্ণের এই আশ্রিত সংক্ষিপ্ত রূপকে বলে কার, আর ব্যঞ্জনবর্ণের আশ্রিত সংক্ষিপ্ত রূপকে বলে ফলা। উদাহরে 'আমার' শব্দে 'ম'-র সঙ্গে যুক্ত 'আ'-র সংক্ষিপ্ত রূপটিকে (া) বলা হয় আ-কার। এমনিভাবে ই-কার, ঈ-কার , উ-কার , ঊ-কার (, ঋ-কার , এ-কার , ঐ-কার ও-কার ঔ-কার কার। তবে 'অ' এর কোন কার নেই।

আমার আম্র শব্দে 'ম'-র সঙ্গে 'র' সংক্ষিপ্ত রূপে দেখা যুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত রূপটি র-ফলা। এরকম ম-ফলা , ল-ফলা ( ), ব-ফলা ইত্যাদি।

যৌগিক স্বরধ্বনি : পাশাপাশি দুটি স্বরধ্বনি থাকলে তারা উচ্চারণের সময় সাধারণত একটি স্বরধ্বনি রূপে উচ্চারিত হয়ে থাকে। পাশাপাশি দুটি স্বরধ্বনি একটি স্বরধ্বনি রূপে উচ্চারিত হলে মিলিত স্বরধ্বনিটিকে বলা হয় যৌগিক স্বর, সন্ধিস্বর, সান্ধ্যক্ষর বা দ্বি-স্বর।

বাংলা ভাষায় যৌগিক স্বর মোট ২৫টি। তবে যৌগিক স্বরবর্ণ মাত্র ২টি- ঐ, ঔ। অন্য যৌগিক স্বরধ্বনিগুলোর নিজস্ব প্রতীক বা বর্ণ নেই।

ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণঃ

উচ্চারণ অনুযায়ী ব্যঞ্জনধ্বনিগুলো অনেকগুলো ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

স্পর্শ ব্যঞ্জন : ক থেকে ম পর্যন্ত প্রথম ২৫ টি ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারিত হওয়ার সময় ফুসফুস থেকে বের হওয়া বাতাস মুখগহ্বরের কোন না কোন জায়গা স্পর্শ করে যায়। এজন্য এই ২৫টি বর্ণকে বলা হয় স্পর্শধ্বনি বা স্পৃষ্টধ্বনি।

অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ ধ্বনি : যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় নিঃশ্বাস জোরে সংযোজিত হয় বা ফুসফুস থেকে বের হওয়া বাতাসের জোর বেশি থাকে, তাকে মহাপ্রাণ ধ্বনি বলে। আর যে ধ্বনিগুলোতে বাতাসের জোর কম থাকে, নিঃশ্বাস জোরে সংযোজিত হয় না, তাদেরকে মহাপ্রাণ ধ্বনি বলে। ক, গ, চ, জ- এগুলো অল্পপ্রাণ ধ্বনি। আর খ, ঘ, ছ, ঝ- এগুলো মহাপ্রাণ ধ্বনি।

ঘোষ ও অঘোষ ধ্বনি : যে সকল ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী অনুরণিত হয়, অর্থাৎ গলার মাঝখানের উঁচু অংশে হাত দিলে কম্পন অনুভূত হয়, তাদেরকে ঘোষ ধ্বনি বলে। আর যে সব ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী অনুরণিত হয় না, তাদেরকে অঘোষ ধ্বনি বলে। যেমন, ক, খ, চ, ছ- এগুলো অঘোষ ধ্বনি। আর গ, ঘ, জ, ঝ- এগুলো ঘোষ ধ্বনি।

উষ্মধ্বনি বা শিশধ্বনি : শ, ষ, স, হ- এই চারটি ধ্বনি উচ্চারণের শেষে যতক্ষণ ইচ্ছা শ্বাস ধরে রাখা যায়, বা শিশ্ দেয়ার মতো করে উচ্চারণ করা যায়। এজন্য এই চারটি ধ্বনিকে বলা হয় উষ্মধ্বনি বা শিশধ্বনি। এগুলোর মধ্যে শ, ষ, স- অঘোষ অল্পপ্রাণ, হ- ঘোষ মহাপ্রাণ।

চাকুরির প্রস্তুতি
f□ষয়ঃ □াংলা □্যকরণ
অধ্যায়ঃ ধ্বনি

(f□সর্গ) : অ□াষ 'হ'-র উচ্চারণে প্রাপ্ত ধ্বনিই হলো 'ঃ'। □াংলায় একমাত্র f□স্ময়সূচক অ□্যয়ের শেষে f□সর্গ ধ্বনি □াওয়া যায়। □দের মধ্যে 'ঃ' □র্ণটি থাকলে □র□র্তী □্যঞ্জনের উচ্চারণ দুই□ার হয়, কিন্তু 'ঃ' ধ্বনির উচ্চারণ হয় না।

কম্পনজাত ধ্বনি- র : 'র' ধ্বনি উচ্চারণের সময় জিহ□ার অগ্রভাগ কম্পিত হয়, □া কাঁ□ এ□ং দন্তমূলকে কয়েক□ার আ□াত করে 'র' উচ্চারিত হয়। এজন্য 'র'-কে □লা হয় কম্পনজাত ধ্বনি।

তাড়নজাত ধ্বনি- ড় ও ঢ় : 'ড়' ও 'ঢ়' উচ্চারণের সময় জিহ□ার অগ্রভাগের নিচের দিক □া তলদেশ ও□রের দাঁতের মাথায় □া দন্তমূলে দ্রচত আ□াত করে □া তাড়না করে উচ্চারিত হয়। এজন্য এদেরকে তাড়নজাত ধ্বনি □লে। মূলত '□' ও 'র' দ্রচত উচ্চারণ করলে যে মিলিত রূ□ □াওয়া যায় তাই 'ড়' এর উচ্চারণ। একইভা□ 'ঢ়', 'ঢ' ও 'র'-এর মিলিত উচ্চারণ।

পার্শ্বিক ধ্বনি- ল : 'ল' উচ্চারণের সময় জিহ□ার অগ্রভাগ উ□রের দাঁতের মাথায় □া দন্তমূলে ঠেকিয়ে জিহ□ার দু'□াশ দিয়ে □াতাস □ের করে দেয়া হয়। দু'□াশ দিয়ে □াতাস □ের হয় □লে একে □ার্শ্বিক ধ্বনি □লে।

আনুনাসিক □া নাসিক্য ধ্বনি : ঙ, ঞ, ণ, ন, ম- এদের উচ্চারণের সময় এ□ং ং, ঁ কোন ধ্বনির সঙ্গে থাকলে তাদের উচ্চারণের সময় মু□ দিয়ে □াতাস □ের হওয়ার সময় কিছু □াতাস নাক দিয়ে □া নাসারন্ধ্র দিয়েও □ের হয়। উচ্চারণ করতে নাক □া নাসিক্যের প্রয়োজন হয় □লে এগুলোকে □লা হয় আনুনাসিক □া নাসিক্য ধ্বনি।

পরাশ্রয়ী □র্ণ :ং ঃ ঁ এই ৩টি □র্ণ যে ধ্বনি নির্দেশ করে তারা ক□নো স্বাধীন ধ্বনি হিসে□ শব্দে □্য□হৃত হয় না। এই ধ্বনিগুলো অন্য ধ্বনি উচ্চারণের সময় সেই ধ্বনির সঙ্গে মিলিত হয়ে উচ্চারিত হয়। নির্দেশিত ধ্বনি নিজে নিজে উচ্চারিত না হয়ে □রের উ□র আশ্রয় করে উচ্চারিত হয় □লে এই □র্ণগুলোকে □রাশ্রয়ী □র্ণ □লে। স্পর্শধ্বনি/ □র্গীয় ধ্বনি (□র্গগুলো এই □র্যন্ত সীমিত)

ক-□র্গীয় ধ্বনি (কন্ঠ্য ধ্বনি) জিহ□ার গোড়া নরম তালুর □ছনের অংশ স্পর্শ করে
ক □ গ □ ঙ

চ-□র্গীয় ধ্বনি (তাল□্য ধ্বনি)জিহ□ার অগ্রভাগ চ্যাপ্টা ভা□ তালুর সামনের দিকে □ষা □য়
চ ছ জ ঝ ঞ য য় শ

ট-□র্গীয় ধ্বনি (মূর্ধন্য ধ্বনি)জিহ□ার অগ্রভাগ কিছুটা উল্টিয়ে ও□রের মাড়ির গোড়ার শক্ত অংশ স্পর্শ করে
ট ঠ □ ঢ ণ র ড় ঢ় ষ

ত-□র্গীয় ধ্বনি (দন্ত্য ধ্বনি) জিহ□া সামনের দিকে এগিয়ে ও□রের দাঁতের □াটির গোড়া স্পর্শ করে
ত থ দ ধ ন ল স

প-□র্গীয় ধ্বনি (ওষ্ঠ্য ধ্বনি) দুই ঠোঁট □া ওষ্ঠ ও অধর জোড়া লেগে উচ্চারিত হয়

চাকুরির প্রস্তুতি
f□ষয়ঃ □াংলা □্যকরণ
অধ্যায়ঃ ধ্বনি

□ ফ □ ভ ম হ

উল্লে□্য, কণ্ঠ্য ধ্বনিকে জিহ□ামূলীয় এ□ং মূর্ধণ্য ধ্বনিকে দন্তমূল প্রতি□ষ্ঠিত ধ্বনিও □লে।

অন্তঃস্থ ধ্বনি : য, র, ল, □- এদেরকে অন্তঃস্থ ধ্বনি □লা হয়। ত□ অন্তঃস্থ '□' এ□ন আর □র্ণমালায় নেই, এ□ং এ□ন আর এটি শব্দে স্বাধীনভা□ □্য□হৃত হয় না। ত□ □্যাকরণের f□ভিন্ন ক্ষেত্রে, f□শেষত সন্ধিতে এর প্রয়োগ দে□া যায়।

১. ক) 'ত/দ' এরপরে 'চ/ছ' থাকলে উভয়ে মিলে 'চ্চ/চ্ছ' হয়। ে□মন-

ত্+চ = চ্চ

সৎ+চিন্তা = সচ্চিন্তা

উৎ+চারণ = উচ্চারণ

শরৎ+চন্দ্র = শরচ্চন্দ্র

সৎ+চরিত্র = সচ্চরিত্র

সৎ+চিদানন্দ(চিৎ+আনন্দ) = সচ্চিদানন্দ

ত্+ছ = চ্ছ

উৎ+ছেদ = উচ্ছেদ

তৎ+ছ□ = তচ্ছ□

দ্+চ = চ্চ

f□□দ+চয় = f□□চ্চয়

দ্+ছ = চ্ছ

f□□দ+ছায়া = f□□চ্ছায়া

খ) 'ত/দ' এরপরে 'জ/ঝ' থাকলে উভয়ে মিলে 'জ্জ/জ্ঝ' হয়। ে□মন-

ত+জ = জ্জ

সৎ+জন = সজ্জন

উৎ+জ্বল = উজ্জ্বল

তৎ+জন্য = তজ্জন্য

যা□ৎ+জী□ন = যা□জ্জী□ন

জগৎ+জী□ন = জগজ্জী□ন

দ+জ = জ্জ

f□□দ+জাল = f□□জ্জাল

ত+ঝ = জ্ঝ

কুৎ+ঝটিকা = কুজ্ঝটিকা

গ) 'ত/দ' এরপরে 'শ' থাকলে উভয়ে মিলে 'চ্ছ' হয়। ে□মন-

ত+শ = চ+ছ = চ্ছ

উৎ+শ্বাস = উচ্ছ্বাস

চলৎ+শক্তি = চলচ্ছক্তি

উৎ+শৃঙ্খল = উচ্ছৃঙ্খল

ঘ) ‘ত/দ’ এরপরে ‘ড/ঢ’ থাকলে উভয়ে মিলে ‘জ্ড/জ্ঢ’ হয়। যেমন-

ত+ড = জ্ড

উৎ+ডীন = উজ্ডীন

ত+ঢ = জ্ঢ

তৃহৎ+ঢক্কা = তৃহজ্ঢক্কা

ঙ) ‘ত/দ’ এরপরে ‘হ’ থাকলে উভয়ে মিলে ‘দ্ধ’ হয়। যেমন-

ত+হ = দ্ধ

উৎ+হার = উদ্ধার

উৎ+হৃত = উদ্ধৃত

উৎ+হত = উদ্ধত

দ+হ = দ্ধ

তদ+হতি = তদ্ধতি

তদ্+হিত = তদ্ধিত

চ) ‘ত/দ’ এরপরে ‘ল’ থাকলে উভয়ে মিলে ‘ল্ল’ হয়। যেমন-

ত+ল = ল্ল

উৎ+লাস = উল্লাস

উৎ+লেখ = উল্লেখ

উৎ+লিখিত = উল্লিখিত

উৎ+লেখ্য = উল্লেখ্য

উৎ+লঙ্ঘন = উল্লঙ্ঘন